৩৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনিয়ম প্রসঙ্গে

অতীতের দুর্নীতি অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার দুর্নাম অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা দুর্নীতি পুরোপুরি দূর করতে পারেনি বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। কম্পিউটারে রেজাল্টশীট তৈরি এবং কোড সিস্টেম প্রবর্তন করার ফলে একশ্রেণীর কর্মচারীর বিপুল অর্থ উপার্জনের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাকা পয়সার খেলা চলছে প্রকাশ্যে এবং এর সুযোগ গ্রহণ করছেন কিছু কিছু বিবেকবান শিক্ষকও। যেমন বোর্ডের পরীক্ষক হবার জন্য ৫০০ টাকার বিনিময়ে কিছু কর্মচারী অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করছেন অভিজ্ঞদের নাম বাদ দিয়ে। ফলে দেখা যাচ্ছে ২/১ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রভাষকরাও খাতা পেয়ে যাচ্ছেন ৬/৭ বছরের অভিজ্ঞদের ডিঙ্গিয়ে। এ প্রক্রিয়ায় সবচে মারাত্মক এবং বিবেকবর্জিত দুর্নীতিটি হচ্ছে এক বিষয়ের প্রভাষক যখন অন্য বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। এ ক্ষেত্রে অবিচার ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মের শিকার হচ্ছে বাংলা উত্তরপত্র। অন্যান্য বিষয় বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কম থাকাতে বিজ্ঞানের শিক্ষকদের উত্তরপত্র পেতে ৬/৭ বছরের অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সেখানে কিছু অন্য বিষয়ের শিক্ষক বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মচারীর সহায়তার বাংলা উত্তরপত্র উঠিয়ে মূল্যায়ন করে জমা দিচ্ছেন। যা উক্ত বিষয় এবং পরীক্ষার্থীদের প্রতি চরম অবিচার করা হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান ও গাণিতিক সাবজেক্টগুলো যত সহজে মূল্যায়ন করা যায় তত সহজে সৃজনশীল অর্থাৎ সাহিত্যের সাবজেক্টগুলো মূল্যায়ন করা যায় না। ফলে সামান্য কিছু টাকার লোভে একশ্রেণীর শিক্ষক এবং কর্মচারী শত শত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রকে বিকৃতভাবে মূল্যায়ন করে তাদের ন্যায্য মার্কস প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছেন। শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের এমন ঘৃণ্য ও চাতুর্যপূর্ণ মানসিকতা কাম্য নয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের কাছে অনুরোধ স্ব স্ব বিষয়ের পরীক্ষকদের দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যাপারে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরীক্ষার ফলাফলকে কলুষমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হোক এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

রীশাদ শাহীন
হাজী মার্কেট
টঙ্গী, গাজীপুর।